গাংনী সীমান্তে আবারো তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে আবারো তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ।
আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা সীমান্তে সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা করলে বিজিবি ও স্থানীয়দের মুখে বিএসএফ তাদের ফেরত নেয়।
ধলা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার হাবিলদার শিশির কুমার সরকার বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার করিমপুর থানার বুড়িপোতা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা গেট খুলে তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা করে। বিজিবি ও গ্রামবাসীর সতর্ক অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশের প্রবেশ করতে পারেনি। পরে বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে আলোচনার পর ওই তিনজনকে ফেরত নেয় বিএসএফ।
উল্লেখ্য: চলতি মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তিন দফায় ২০ জনকে পুশইনের চেষ্টা করে।
বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গাংনীতে পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এর আওতায় পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আয়োজন বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়র রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিএই-পার্টনার এর সিনিয়র মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ সাজ্জাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কৃষি খাতের আধুনিকায়ন এবং কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ ধরণের কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সঠিক প্রযুক্তি এবং উন্নত কৃষি চর্চার (Bangladesh GAP) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তারা।

এসময় কংগ্রেসে কৃষি উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ; ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ ধ্বংস

রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ;মারা গেলো ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের একটি মাছ চাষের পুকুরের ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ মারা গেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাত কেউ বিষ ঢেলে মাছ নিধন করেছে বলে অভিযোগ মাছ চাষী কামরুজ্জামানের।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মাছ মরে ভেসে উঠলে বিষয়টি তার নজরে আসে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কামরুজ্জামান ৩ বিঘা পুকুরে মাছ চাষ করেছেন। দুই বছর ধরে পাঙ্গাস জাতীয় মাছ চাষ করছেন । একেকটি মাছ ৭-১২ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়েছে। কয়েকদিন পরেই মাছ বিক্রি করতেন তিনি।

অথচ আজ সকালে স্থানীয়রা পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখেন। পুকুর

মালিক লোকজন নিয়ে মাছ তুলে বিক্রির চেষ্টা করেছেন। তবে বিষে আক্রান্ত নেই বেশিরভাগ মাছে পচন ধরেছে। এতে তার ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান মাছ চাষী কামরুজক্জামান।

দ্রুততম সময়ে বিষয়টির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া চলছে।

গাংনী সীমান্তে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা; বাধা বিজিবি ও স্থানীয়দের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ৭ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

তবে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর কঠোর অবস্থান এবং স্থানীয়দের বাধার মুখে পুশইনের সেই চেষ্টা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) ভোরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের শূন্যরেখার ১৪২/৫-এস সাব-পিলারের কাছে শূন্যরেখার ওপারে সাতজনকে দেখতে পান স্থানীয়রা। এ সময় তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হলে বিজিবি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ওই ব্যক্তিরা বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, পুশইনের চেষ্টা করা সাতজনের মধ্যে একজন নারী ও ছয়জন পুরুষ রয়েছেন। তবে তাদের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা কী কারণে তাদের সীমান্তে আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া

যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা রোকনুজ্জামান বলেন, “গতকাল মধ্যরাতে কোনো একসময় ওই সাতজনকে ভারতের কাঁটাতার পার করে দেওয়া হয়। তখন তারা সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকলে আমরা তাদের দেখতে পেয়ে বিষয়টি বিজিবিকে জানাই এবং তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা প্রদান করি।”

পুশইনের আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় বর্তমানে বিজিবি সীমান্তে জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি নজরদারিও অনেক বাড়িয়েছে।

বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, “আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) ভোরে বিএসএফ সাতজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি।”

তিনি আরও বলেন, “সীমান্তে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

সীমান্তে পুশইনের অভিযোগ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিলেও বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত সতর্কতা অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে ওয়াস ব্লকের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, ধসে পড়ছে ছাদ

পিইডিপি-৪ এর আওতায় মেহেরপুরের গাংনীর পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লকের নির্মাণকাজে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

নিম্নমানের ইট, বালু ও সিমেন্ট ব্যবহারের ফলে ইতোমধ্যে ওয়াস ব্লকের ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়েছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১৬ লাখ ৮৮ হাজার ১৩৪ টাকা ব্যয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লকের নির্মাণকাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। কাজটি পায় চুয়াডাঙ্গার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জাকাউল্লাহ এন্টারপ্রাইজ। কাজের শুরু থেকেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের বালু, সিমেন্ট ও ইট ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

সে সময় সিডিউল অনুযায়ী কাজ করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও প্রধান শিক্ষককে জানানো হলেও তারা বিষয়টি আমলে নেননি। ফলে ঢালাই দেওয়া ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়েছে।

পাকুড়িয়া গ্রামের মিজানুর রহমান টিটু আহমেদ ও জিয়াউর রহমান জানান, কাজের শুরুতেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের ইট ও স্থানীয় বালু ব্যবহার শুরু করে। সে সময় প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি অবহিত করা হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকেও জানানো হলেও তারা বিষয়টি আমলে নেয়নি। এমনকি ছুটির দিনেও শ্রমিকরা কাজ করেছেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তাকেও সেখানে পাওয়া যায়নি। এখনই ছাদ ভেঙে পড়ছে। কিছুদিন পর পুরো ওয়াস ব্লক ধসে পড়লে অনেক নিরীহ শিক্ষার্থীর অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, প্রধান শিক্ষক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে এমন নিম্নমানের কাজ চলছে বলে তারা অভিযোগ করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রুপালী খাতুন নিজেকে নির্দোষ দাবি করে জানান, নিম্নমানের কাজের বিষয়টি তিনি মৌখিকভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীকে জানিয়েছেন।

তবে তিনি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেননি। ছাদের ঢালাইয়ের পর সেন্টারিং খোলার সময় ছাদের কিছু অংশ ভেঙে পড়ে। বর্তমানে এটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তিনি বিষয়টি লিখিতভাবে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাসুম বিল্লাহ জানান, ছাদ

ঢালাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানাতে হয়। অথচ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের অবহিতকরণ ছাড়াই কাজ করেছে। ফলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলেও তিনি স্বীকার করেছেন।

গাংনী হাসপাতালের পরিত্যক্ত ভবনে ঝুঁকিতে রোগী ও স্বজনরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি পরিত্যক্ত ভবনে চরম ঝুঁকির মধ্যে চলছে রোগীদের চিকিৎসাসেবা। প্রায় ১৫ বছর আগে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও নামমাত্র সংস্কার করে পুনরায় রোগীদের সেখানে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটির জরাজীর্ণ অবস্থা রোগী ও তাদের স্বজনদের জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনটির বিভিন্ন দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ছাদের পলেস্তারা প্রতিনিয়ত খসে পড়ছে। এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশেই বাধ্য হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। বর্ষাকালে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যায়, যা একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী আব্দুল গফুর বলেন, “আমরা এখানে সুস্থ হতে এসেছি। কিন্তু এখানে কোনো নিরাপত্তা নেই। যদি মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়ে, তাহলে আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। চিকিৎসা নিতে এসে এখন উল্টো মৃত্যুভয়ে আছি।”

আরেক রোগী সাদেক আলী বলেন, “ছাদ থেকে প্রতিনিয়ত পলেস্তারা খসে পড়ছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের অংশ ধসে পড়ার আশঙ্কায় আমরা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারি না।”

ভবনটির করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরে রোগী থামেনা খাতুন বলেন, “বিল্ডিংয়ের দেয়ালের ফাটল ও খসে পড়া পলেস্তারা দেখে আমাদের আতঙ্ক আরও বেড়ে যাচ্ছে। এখানে সুস্থ হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ঘটনার ভয়ই বেশি কাজ করছে।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. একরামুল হক বলেন, “আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরই ভবনটির জরাজীর্ণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। এটি প্রায় ১৫ বছর আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খসে পড়া পলেস্তারাগুলো সাময়িকভাবে সংস্কারের চেষ্টা করেছি মাত্র।”

তিনি আরও বলেন, “সারা দেশে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এর আগ পর্যন্ত রোগীদের অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি আমি স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

তিনিও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া দ্রুত স্থায়ী সমাধানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছেও লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো হবে।”

স্থানীয় সচেতন মহল ও ভুক্তভোগীদের দাবি, কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই যেন রোগীদের এই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। দায়সারা সংস্কারের পরিবর্তে একটি স্থায়ী ও নিরাপদ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

গাংনীতে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু স্টার ব্রিকসের দুটি গাড়ি জব্দ

মেহেরপুর কাস্টমসের অভিযানে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু স্টার ব্রিকস এর দুটি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে । মঙ্গলবার সকালে গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া মোড় থেকে গাড়ি দু’টি জব্দ করা হয়।

মেহেরপুর কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট বিভাগের রাজস্ব কর্মকর্তা তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি বলেন,

২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু স্টার ব্রিকস এর ইট বোঝায় দুটি পাওয়ার টিলার ট্রলি জব্দ করা হয়।

পরে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে রাখা হয়েছে। এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, অফিস সহায়ক পারভেজ আলমসহ অনান্যরা।

জামায়াত-আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেছেন, জাতীয়তাবাদী ও সমমনা ইসলামী দলের নেতাকর্মীরা দীর্ঘদিন নিষ্পেষিত হয়েছেন।

জুলাই আন্দোলনে হাজার হাজার দামাল সন্তান প্রাণ হারিয়েছেন এবং অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

তারপরও দেখা যাচ্ছে, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার দোসররা রাজনৈতিকভাবে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল ৭টায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে হাসপাতাল বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড ঘুরে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে তারেক রহমান যখন মালয়েশিয়ায় দেশের সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছেন, তখন একটি নিষিদ্ধ দল ও

কুচক্রী মহল ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির কিছু নেতাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, “আজ তারা কোথায়, যারা জামায়াত ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘর করে রাজনীতি করে? তারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে আবার বিএনপি সাজার চেষ্টা করে। ওইসব ভণ্ড বিএনপিকে আমি ধিক্কার জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “একটি ধর্মভিত্তিক দল বলেছিল, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে বেহেশত পাওয়া যাবে। সেই দলের নেতাকর্মীরাও কম নির্যাতনের শিকার হয়নি।

কিন্তু তারাও আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়। জুলাই আন্দোলনের স্পিরিট থেকে যে দল বিচ্যুত হবে এবং স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের দোসর হবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।”

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “ভারতে মুসলমানদের ওপর যে ন্যক্কারজনক নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। দলমত নির্বিশেষে আমরা সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

বিএসএফের পুশইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ভারত থেকে পুশইনের যে চেষ্টা চলছে, তা দেশপ্রেমিক বিজিবি ও সীমান্ত এলাকার জনগণ প্রতিরোধ করে চলেছে। এ জন্য বিজিবি এবং সীমান্তবাসীকে ধন্যবাদ জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “তারেক রহমান যে পরিকল্পনা ও রূপরেখা দিয়েছেন, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে।”

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা শাহজাহান সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেন, বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকু, জিহাদ আলী, এনামুল হক, পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, নুর ইসলাম, বিএনপি নেতা আবুল কালাম, ফজলুল হক, আবু বক্কর, জাসাস নেতা আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত সভা পরিচালনা করেন জাসাস নেতা সুলেরি আলভী।

গাংনীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় পাখি ভ্যানের ৭ যাত্রী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান মাইলপোস্ট এলাকায় একটি বেপরোয়া গতির কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় যাত্রীবাহী একটি পাখি ভ্যান দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ছাতিয়ান মাইলপোস্টের কায়েমকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে বামন্দী সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন মো. আবু তাহের, মোছা. খুশিয়ারা খাতুন (৩০), মোছা. সোনিয়া খাতুন (২৮), মোছা. মুন্দিয়া খাতুন (৪২), মো. আবির হোসেন (১২), মো. রায়হান (৬) ও মো. আবু সাঈদ (১০)।

আহতদের মধ্যে খুশিয়ারা খাতুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তার ডান পা কেটে ফেলতে হতে পারে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তবে বাকি ছয়জন গুরুতর আহত হলেও বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, পাখি ভ্যানে করে সাতজন বাওট এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যান পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কার ফলে ভ্যানে থাকা সব যাত্রী সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মাজহারুল ইসলাম বলেন, “আহত সাতজন

বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একজন ছাড়া বাকিরা শঙ্কামুক্ত। ঘাতক কাভার্ড ভ্যানের চালককে শনাক্ত ও আটক করতে পুলিশ কাজ করছে।”

গাংনীতে আসামিদের গ্রেফতার না করায় হুমকির মুখে বাদীপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে জমি দখল, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেফতার না করার অভিযোগ উঠেছে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বিরুদ্ধে। মামলার বাদী মজিদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, আসামিরা গ্রেফতার না হওয়ায় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তাকে ও তার পরিবারকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ১৩ জুন ২০২৬ শনিবার সকালে গাড়াবাড়িয়া গ্রামের অফছার আলীর ছেলে মজিদুল ইসলামের কেনা জমি দখল করে প্রতিপক্ষরা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় মজিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে মখলেছুর রহমান, মো. আবুল কালাম, হেলাল উদ্দীন, বাশার আলী, লালচাঁদ আলী, হবিবর, বিল্লাল হোসেন ও মহাসিন আলীর নামে মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে মামলাটি গাংনী থানায় এজাহার হিসেবে নথিভুক্ত হয়। মামলার পর মখলেছুর রহমান ও মো. আবুল কালাম গ্রেফতার হলেও বাকি ৬ আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

বাদীর অভিযোগ, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বাকি ৬ আসামিকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। বাদী মজিদুল ইসলাম বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। ফলে আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসামিদের অব্যাহতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এমনকি মামলার সাক্ষীদেরও তারা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাদী ও সাক্ষীদের হুমকি দিচ্ছে—এমন

তথ্য পেয়েছি। বিষয়টি আমরা আদালতের নজরে আনব।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বক্তব্য জানতে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুদাদ্দিদ মুর্শেদ চৌধুরী বলেন, পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। আজও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আসামি ধরা হচ্ছে না—এই অভিযোগটি সত্য নয়।